প্রথম সংখ্যা সম্পর্কে 'বাহ বাহ', 'ভাল, ভাল' কিংবা 'এ আর নতুন কী' গোছের মন্তব্য প্রধান ২৪টি চিঠি আমরা পেয়েছি। ব্যতিক্রম একটিই, তাতে আছে তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং কিছু প্রশ্নও তোলা হয়েছে। অনুরাধার লেখাই পত্রপ্রেরকের বিচার্য। লেখাটিকে তিনি কাটা ছেঁড়া করেছেন। আশা করি অনুরাধা তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন আগামী সংখ্যায়—সম্পাদক।

অনুরাধা, আপনি কোন দলে ?

আপনাদের পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত অনুধারা মহাপাত্র'র 'অজ্ঞাতবাসের পথে' নামক হাস্যরস লেখাটি পড়ে এই চিঠিটি লিখতে প্ররোচিত হলাম। অনুরাধার অতি দুর্বল গদ্যশৈলীর বাধা পেরিয়ে লেখাটি পড়তে দম পেয়েছিলাম এই কারণে যে সেখানে ইতস্তত আমার দু-চারটি বন্ধুর কথা বলা হয়েছে। পরে দেখা গেল যে অনুরাধা ওঁদের সম্পর্কে নিছক খানিক কুৎসা করেছেন। যাই হোক, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। প্রথমে অনুরাধার 'বক্তব্য' নিয়ে আমার কিছু বলার আছে, সেটা বলি।

লেখাটিতে অনুরাধা অবশ্য সরাসরি তাঁর বক্তব্য বলে কিছু রাখেননি। বা, বলা ভাল, লেখাটির বাঁধুনি এতই দুর্বল যে খুব চেষ্টা না করলে তা থেকে 'বক্তব্য'বের করা খুব কঠিন। অবশ্য অনুরাধা অত্যন্ত চালাক। চেপে ধরা যায় এরকম বেফাঁস কথা বিশেষ বলেননি। সবটাই ঠারে-ঠোরে। অবশ্য বঙ্গ সংস্কৃতির নব্য বাবু-বিবি সম্প্রদায়ের, (যাঁরা এখন কফি হাউসে ফোক্-ফরেন্-বাউল ভলান্টারি-এজেন্সি-গ্রাম-লোকশিল্প নিয়ে মাতামাতি করেন) স্বভাবটাই এই : তাঁরা সর্বদাই নন্-কমিটাল থাকতে পছন্দ করেন। অনুরাধা কোনও ব্যতিক্রম নন।

বাহ্যতঃ অনুরাধার লেখার বিষয়বস্তু মানসিক প্রতিবন্ধকতা। মানসিক প্রতিবন্ধীদের রক্ষণাবেক্ষণে যে সব পেশাদার সমাজসেবকরা জড়িত তাঁরা কী ভীষণ অমানবিক ও নিষ্ঠুর, এটা নিয়ে অনুরাধা বিস্তর ভাটিয়েছেন। তার বিপরীতে, অনুরাধা নিজে কি অসামান্য মানবিকতা ও স্নেহের আকর, দূরদৃষ্টিসম্পন্না এবং কী ভীষণ জ্ঞানী— এই নিয়ে বেশ খানিক জ্ঞানদান। নিজের ঢাক পেটানো একটু রেখে-ঢেকে করলে ভাল হয়, উদ্দেশ্য সফল হয়, 'গ্রামের মেয়ে', সরলতা ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ অনুরাধা সম্ভবত এটা বোঝেন না। একটা উদাহরণ দিই। জনৈকা পেশাদার সমাজ-সেবিকার প্রসঙ্গে অনুরাধা গভীর বিরাগ নিয়ে বলছেন 'গর্ভাবস্থায় প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের মায়ের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে রঞ্জিনী গর্ভপাতের কথায় আসে। তার গলায় স্বর

অতি স্বাভাবিক বা অভিনয়ের মতো স্বাভাবিক। সমাজে গর্ভপাত, ভ্রূণহত্যা তো স্বতঃসিদ্ধ। আমার বুক প্রায় শুকিয়ে ওঠে। পচা পাপড়ির মতো শিশুদের মুখ ভেসে ওঠে। এসব গবেষণা তো আসলে যাদের খুনের স্বভাব আছে, তাদের পরিচয়ই প্রকাশ করে।' (পৃ. ৮-৯) রঞ্জিনী নামক এই মেয়েটি অবশ্য বারবারই লেখাটির মধ্যে অনুরাধার কোপের বলি হয়েছেন। একাধিকবার তাঁকে 'বড়লোকের মেয়ে' 'ফেমিনিস্ট' বলে গালি দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, সেটা না হয় মেয়েলি পরশ্রীকাতরতা বলে মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত লাইনগুলি অতি মারাত্মক। অনুরাধার পক্ষে। মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে গবেষণা বা লেখালেখি করতে হলে গর্ভবিচ্ছায় প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের মায়ের অবস্থার কথা নিয়ে ভাবতে হবেই। এবং আর সব গবেষণার মতোই সেটা স্বাভাবিকভাবে বলা ছাড়া উপায় কি? চেঁচিয়ে, নাটক করে, গলা কাঁপিয়ে বা আবৃত্তি করে বললে কি অনুরাধা সেটা অনুমোদন করবেন? এবং এই গবেষণার সঙ্গে 'খুনের স্বভাবের' সম্পর্ক কি? অনুরাধা বুঝিয়ে বলবেন কি? বস্তুতঃপক্ষে, অনুরাধা নিজের অজান্তে নিজেকে চিনিয়ে ফেলেছেন। 'সমাজে গর্ভপাত, ভ্রূণহত্যা তো স্বতঃসিদ্ধ।'— এই বাক্যটির অর্থ কি? অনুরাধা কি জানেন যে গর্ভপাতকে মেয়েদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করতে, আইনী করতে, কত দীর্ঘদিনের নারী আন্দোলন ও লড়াই হয়েছে? অনুরাধা আসলে সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল পুরুত ও পিউরিটান ভণ্ডদের পক্ষে কথা বলছেন যারা বলেন যে গর্ভপাত ও ভ্রূণহত্যা খুব খারাপ কাজ ও পাপ কারণ সন্তান ঈশ্বরের দান। গর্ভপাতের অধিকার মেয়েদের অর্জিত পবিত্র অধিকার যা পুরুষতন্ত্র থেকে আদায় করতে বহু লড়াকু মেয়ে লড়েছেন। অনুরাধার মতো কবিনী যিনি তৃতীয় শ্রেণীর মার্কিনী কাগজে নিজের পদ্য ছাপেন ও বিদেশি অর্থসাহায্যপুষ্ট 'সমাজসেবী' প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন আগে পর্যন্ত 'সমাজসেবার' চাকরি করতেন, কোন সাহসে ও ধৃষ্টতায় তিনি তার বিরোধিতা করেন? অথবা, এই 'গবেষণায়' তাঁর যদি এতই বিরাগ তবে তিনি সেটা করতেই বা গেলেন কেন? কে তাঁকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল?

অবশ্য নিজের সম্পর্কে অনুরাধার ধারণা অত্যন্ত উঁচু। আলোচ্য লেখাটিতে তিনি নিজের সম্পর্কে বলছেন: 'আমি ইন্টারভিউয়ার নই, কবিতা লেখক নই, দর্শক নই— আমাকে পালিয়ে যেতে হবে লেখকদের আড্ডা থেকে কর্মীদের দ্বন্দ্ব থেকে···। ···ঈশ্বরের দিকে ধাবমান আমার নৈরাজ্যবোধ। নারী স্বাধীনতার পদাধিকার পাওয়ার ঝোঁকও আমার নেই। আমি শুধু মানুষ।' (পৃ. ১৩-১৪) 'নারী স্বাধীনতাটা, অনুরাধার মতো 'মানবতাবাদীদের' পছন্দ নয়। সেটা বোঝাই যাচ্ছে। অবশ্য গোটা লেখাটি জুড়েই অনুরাধা নিজের বিস্তর গুণকীর্তন করেছেন। বারবার বলেছেন যে তিনি গ্রামের মেয়ে, গ্রামে যেতে চান, শহরের মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি তাঁর খুবই না-পসন্দ, লোকশিল্প-টিল্প তাঁর খুব পছন্দ। অনুরাধা, আপনাকে জিজ্ঞাস্য একটাই: শহরের প্রতি আপনার এই তীব্র 'অনীহা'র মধ্যে যদি একবিন্দু সত্যও থাকে, তবে বুঝিয়ে বলুন

যে কেন আপনি এই মুহূর্তে গ্রামে চলে যাচ্ছেন না ? কে আপনাকে আটকে রেখেছে ? আর মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির প্রতি আপনার এই তীব্র বিরাগের পরিপেক্ষিতে এটা বোঝা খুবই কঠিন যে কেন আপনি 'যোগসূত্র'র মতো একটা মধ্যবিত্ত পরিচালিত ও মধ্যবিত্ত-পঠিত, নিতান্তই শহুরে একটা সাংস্কৃতিক প্রোজেক্টে আপনার বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ের অশ্রু-সঞ্জাত ব্যথা উজাড় করে দিচ্ছেন ?

আসলে, অনুরাধা আপনি মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির একটা অতি নিকৃষ্ট অংশের অসচেতন প্রতিনিধিত্ব করছেন। আপনার শ্রেণীচরিত্র এবং খোলসটা, আপনার সুবিধের জন্যই, আমি আপনাকে খোলসা করে দেখিয়ে দিচ্ছি। আশা করব আগামী লেখায় আপনি খানিক সতর্ক হবেন। এই বাউল-পটুয়ার গ্রাম্য ইউটোপিয়া ও বিদেশি সাহায্যপুষ্ট ভলান্টারি এজেন্সির সমাজসেবার 'দেশীয়' দেউলে ছকটা 'যোগসূত্র'র পাঠকের কাছে বিক্রি করার চেষ্টা করবেন না।

অনুরাধা, আপনার লেখা থেকে স্পষ্ট যে রাজনীতি তথা বামপন্থী রাজনীতি সম্পর্কে আপনার গভীর বিরাগ। শান্তিনিকেতন সম্পর্কে আপনার মন্তব্য (পৃ. ২১) থেকে, এবং সামগ্রিকভাবে লেখাটার শুরু থেকে সেটা পরিষ্কার। এই তথাকথিত অরাজনৈতিকতার বেসাতি করতে গিয়ে আপনি গভীর গাড্ডায় চলে গেছেন। কয়েকটা উদাহরণ দিই। আমরা সবাই জানি যে আমাদের দেশে সাধারণ গরিব মানুষ খেতে পায় না। এই পোড়া দেশে যেখানে হাত-পা-বুদ্ধি যাদের অটুট, যারা পরিশ্রমীমুখ নয়, তারাই যখন কর্মহীন, বুভুক্ষু, দুর্ভিক্ষপীড়িত, তখন মানসিক প্রতিবন্ধীরা সমাজে অবাঞ্ছিত ও অবহেলিত হবে এটা খুব স্বাভাবিক। এই প্রতিবন্ধীদের অসহায়ত্ব, কষ্ট ও বঞ্চনা নিয়ে আপনার মতো যারা লিটল ম্যাগাজিনে 'পচা' কবিতা করেন, তাঁদের এটা জেনে রাখা দরকার যে আমাদের সমাজের যাবতীয় অন্যায় ও বঞ্চনার কারণ হল শোষণ। এই ব্যাপারটার কোনও স্বীকৃতি লেখায় নেই। এক শ্রেণীহীন, শোষণমুক্ত সমাজেই একমাত্র মানসিক প্রতিবন্ধীদের সমস্যার যথার্থ সমাধান সম্ভব। অনুরাধা, আমি অভিযোগ করছি যে আপনি সমস্যাটার আসল জায়গাটা পাশ কাটিয়ে গেছেন। মানসিক প্রতিবন্ধী, লোকশিল্পীর অনাদর ও অবক্ষয়, মেয়েদের সমস্যা, বাস্তুহারা ও ছিন্নমূলদের সমস্যা, অর্থাৎ এই লেখাটিতে আপনি যে সমস্যাগুলি সম্পর্কে চিন্তিত ও পীড়িত বলে দাবি করেছেন এই সবকটির মূলে আছে শোষণ : একটি শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর শোষণ। এই মারাত্মক জরুরি কথাটি একবারও না বলে আপনি অনর্থক, হাস্যকর কতকগুলি পচা কবিতা করেছেন। যেমন, মানসিক অসুস্থতা প্রসঙ্গে আপনি বলেছেন : 'উন্মাদ জগতের একটা ভাষা আছে···।··· তার স্বাভাবিক প্রকৃতিকে বুঝতে হবে। তার অস্ফুট ব্যঞ্জনাগুলি, তার উন্মেষের ইচ্ছা, তার ধ্বনিতরঙ্গ, শরীরছন্দকে যাতায়াতের পথ করে দিতে হবে।···যোদ্ধা, ভবঘুরে, সুফি, ফকিরদের, লোককারিগর-দের পথসন্ধান বলতে পারি। তাঁদের বলা পথ এই দিকেই।' (পৃ. ১৪) এর মানে

কি ? 'অস্ফুট ব্যঞ্জনা', 'ধ্বনিতরঙ্গ', 'শরীরছন্দ' এসব কবি-কবি ন্যাকামো করার অর্থ কি ? এবং আমি যতদূর জানি ভবঘুরে, সুফি, ফকির ও লোককারিগরদের তৈরি করা কোনও মানসিক অসুস্থতার ওষুধ নেই। মানসিক অসুস্থতার জন্য ডাক্তারের কাছে যাওয়া কর্তব্য আর সমাজ থেকে মানসিক অসুস্থতা দূর করতে হলে সমাজ-বিপ্লব করতে হয়, রাজনীতি করতে হয়। যাদের সেটা করার সাহস, সামর্থ ও সাহস নেই তারা ন্যাকা-ন্যাকা, কবি-কবি, ভাবুক-ভাবুক কথা বলে মানুষকে ভুল বোঝায় আর নিজের কেউকেটা সেজে পয়সা করে, ধান্ধা করে আর কাগজে লেখা ছাপায়। অনুরাধা, আপনি কোন্ দলে ?

শহর / গ্রাম এবং প্রতিবন্ধী সমস্যা নিয়ে অনুরাধার বক্তব্য : 'আমরা তো আদিবাসী প্রবাহের উত্তরাধিকারী, তাই রক্তের ভিতর এসব মানুষের প্রতি ভালোবাসা বয়ে বেড়াই। শহরে কেউ কেউ এদের জন্য বেদনা অনুভব করে, কিন্তু শহরের সামাজিক নিয়ম মানুষকে রক্ষা করার, আশ্রয় দেবার স্থির অনুভব সঞ্চার করতে দেয় না মানুষের ভেতর। শুধু যন্ত্রণা বাড়ায়, শুধু বিচ্ছিন্ন করে।' (পৃ. ১৭)।

'আদিবাসী প্রবাহ' মানে কি তা একমাত্র অনুরাধাই জানেন। তিনি অথবা তাঁরা কারা ? সেটার একচেটিয়া অধিকার কী করে পেলেন, কে দিল, সেটাও অপরিষ্কার। পরের পঙক্তি দুটি আরো হাস্যকর। শহরে প্রতিবন্ধীদের জন্য অনেকে বেদনা অনুভব করেন বটে (অনুরাধা অবশ্যই যাঁদের মধ্যে এক নম্বর) কিন্তু শহরে নাকি কি একটা 'সামাজিক নিয়ম' করে দেওয়া আছে (আমি বহু শহরে থেকেছি, এরকম কোনও নিয়মের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত নই) যার জন্য প্রতিবন্ধীদের কেউ আশ্রয় দেয় না ! তাহলে অনুরাধার মতে মানসিক প্রতিবন্ধীকতার আদর্শ সমাধান কোথায় ? অবশ্যই গ্রামে। অনুরাধার ভাষাতেই বলি : 'গ্রামে পাগল, ক্ষ্যাপা, অর্ধবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা মা, ঠাকুমা, পিসিমার আশ্রয়ে থাকত।… । তবু এতটা বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েনি। অপরিণত বুদ্ধির ছেলে-মেয়েদের বিয়েও হত। তাদের স্ত্রীরা অনেকটা বেশি স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে সম্পর্কটা স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করত। এখন গ্রামও বিচ্ছিন্নতা ও অস্থিরতায় আক্রান্ত।' (পৃ. ১৬)। অনুরাধার বিশ্লেষণ শক্তির অগভীরতা বিস্ময়কর। গ্রামে মানসিক প্রতিবন্ধীরা বিচ্ছিন্ন বা নিঃসঙ্গ নয়— এ যুক্তিও ধোঁপে টেকে না। আমি প্রতিবন্ধীদের নিয়ে গবেষণাসূত্রেই গ্রামে গেছি, আমার অভিজ্ঞতাও এটা বলে না। অনুরাধা এই প্রতিবন্ধীদের ইন্টারভিউ করার চাকরিটা তিন মাস করেন। তিন মাসে তিনি মোট তিনটি ইন্টারভিউ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সে তিনটিই শহরে। আমি নিজের চোখে সেই ইন্টারভিউগুলি দেখেছি। যদি কাজটাতে তিনি লেগে থাকতেন এবং আরেকটু পরিশ্রমী হতেন, তবে কয়েকদিন পরেই তাঁকে গ্রামেও পাঠানো হত। স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখলে তিনি এসব গ্রামসংক্রান্ত কল্পগল্প বলতেন না। অবশ্য তিনি বলছেন যে এখন গ্রামেও অবস্থাটা তত ভাল নয়। অবশ্য অনুরাধার

কথা অনুযায়ী অতীতে কোনও এক স্বর্ণযুগে গ্রামে প্রতিবন্ধীদের অবস্থার বেশ রমরমা ছিল। প্রতিবন্ধীদের বিয়ে-থা দিয়ে দেওয়া হত এবং তাদের স্ত্রীদের স্নেহ ভালোবাসায় গদগদ হয়ে থেকে তারা খুব সুখে জীবনযাপন করত। এখন প্রশ্ন হল যে তথ্য হিসাবে এটা কতটা সত্য? যদি ধরে নেওয়া যায় যে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে গ্রাম 'বিচ্ছিন্নতা ও অস্থিরতার আক্রান্ত' ছিল না, তবে সে সময়ে গ্রামীণ মানসিক প্রতিবন্ধীদের অবস্থা কেমনটা ছিল সেটা অনুরাধা কেমন করে জানলেন? এর স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ আছে? যদি আমি ঠিক এর উল্টোটা বলি, যদি বলি যে পঞ্চাশ বছর আগের থেকে গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা আজ অনেক ভাল এবং তার ফলে গ্রামীণ প্রতিবন্ধীদের বিশেষ চিকিৎসা তথা যত্ন পাওয়ার সুযোগ আজ অনেক বেশি, তবে অনুরাধা আমার যুক্তি খন্ডন করবেন কীভাবে? অবশ্য অনুরাধা যুক্তির বিশেষ ধার ধারেন না। প্রতিবন্ধীদের বিয়ে সংক্রান্ত প্রসঙ্গ থেকে সেটা পরিষ্কার। প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে স্বাভাবিক মানুষের বিয়ে দেওয়াটা অতি অমানবিক ও অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার কাজ। গ্রাম্য সমাজে আরো বহু নিষ্ঠুরতা চালু ছিল (বহুবিবাহ, জাতপাতের বিচার, শোষণ ইত্যাদি)— এটাও তার মধ্যে একটা। আকাড়া উজবুক না হলে কেউ বলবেন না যে মানসিক প্রতিবন্ধীদের ধপাধপ্ বিয়ে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। বরঞ্চ উল্টোটাই। পয়সাওলা বাবা পাগল বা প্রতিবন্ধী ছেলের বিয়ে দিয়েছেন সুস্থ মেয়ের সঙ্গে (হয়তবা পাত্রী পক্ষের অজ্ঞতার সুযোগে)— এ আকছার হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার ফলাফল হয় বিষময়। অনুরাধা বাংলা সাহিত্যও খুব ভালভাবে পড়েন নি— এ ধরনের গল্প বিশ শতকের সাহিত্যে একাধিক আছে। যদি সাহিত্য সমাজের দলিল হয় তবে অনুরাধার বক্তব্য যে মানসিক প্রতিবন্ধীদের স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের প্রভূত স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে খুব সুখে রাখত— এটা নিছক মনগড়া একটা বাজে কথা। অনুরাধার এই বক্তব্যের ভিত্তি কি? তিনি কীভাবে জানলেন যে প্রতিবন্ধীদের স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের স্নেহভালবাসা দিয়ে ঢেকে রাখে? অবশ্য একটা সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। সেটা অত্যন্ত আনন্দজনক। অনুরাধা এই লেখাটিতে একাধিকবার তাঁর নিজের 'প্রেম', 'বিরহ' এসবের কথা বলেছেন। সেটা ইঙ্গিতবাহী। যদি অনুরাধা কোনও মানসিক প্রতিবন্ধীর প্রেমে পড়ে থাকেন এবং বর্তমানে প্রেমিকা ও পরে স্ত্রী হিসাবে 'অনেকটা বেশি স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে সম্পর্কটা স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা' করেন, তবে সে খুবই আনন্দের বিষয়। অনুরাধাকে আমার আগাম অভিনন্দন জানিয়ে রাখি।

ভাস্কর মুখোপাধ্যায়
৫২, রহিম ওস্তাগর রোড
কলকাতা-৭৫

২৫.৯.৯১

□